ইউটাহতে গুলিতে নিহত ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী চার্লি কার্ক

সংগৃহীত ছবি

যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বন্দুক হামলায় নিহত হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র ও ডানপন্থি রাজনৈতিক কর্মী চার্লি কার্ক। শিক্ষার্থীদের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় ভবনের ছাদ থেকে গুলি চালানো হয় তার দিকে। ঘটনায় একজনকে আটক করলেও পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী চার্লি কার্ক বন্দুক হামলায় নিহত হয়েছেন। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় ইউটাহ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ ঘটনা ঘটে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন এক প্রতিবেদনে তথ্যটি নিশ্চিত করেছে।

৩১ বছর বয়সী কার্ক সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন। বক্তব্য চলাকালে কাছাকাছি একটি ভবনের ছাদ থেকে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, গুলিবিদ্ধ হওয়ার কিছু মুহূর্ত আগেই কার্ককে যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক সহিংসতা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল।

ঘটনার পর প্রাথমিকভাবে এক সন্দেহভাজনকে আটক করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, তবে পরবর্তীতে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। হত্যাকাণ্ডের কারণ ও পরিকল্পনা নিয়ে তদন্ত চলছে।

চার্লি কার্ক যুক্তরাষ্ট্রের ডানপন্থি রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি পরিচিত নাম। অল্প বয়সেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ নামের সংগঠন। সর্বশেষ মার্কিন নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের ট্রাম্পের পক্ষে টানতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন তিনি।

এদিকে চার্লি কার্কের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এক বিবৃতিতে তিনি এ ঘটনাকে 'অত্যন্ত মর্মান্তিক ও অগ্রহণযোগ্য' বলে উল্লেখ করেন এবং ন্যায়বিচারের আশ্বাস দেন